




সবর ও শোকর : পথ ও পাথেয়

বই
মূল
অনুবাদ
সম্পাদনা
প্রকাশক

সবর ও শোকর : পথ ও পাথেয়
ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া 
আমীমুল ইহসান
মুফতি তারেকুজ্জামান
মুফতি ইউনুস মাহবুব

সবর ও শোকর : পথ ও পাথেয়

ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর হাম্বলি
ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া رحمہ اللہ علیہ
৬৯১-৭৫১ হি.



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সবর ও শোকর : পথ ও পাথেয়

ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﷺ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জমাদিউল উলা ১৪৪০ হিজরি / জানুয়ারি ২০১৯ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৮২০ টাকা



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

সম্পাদকের কথা

জাগতিক জীবন বান্দার জন্য এক মহাপরীক্ষা। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায় তাকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই শয়তান এসে পদস্বলন ঘটায়। পরীক্ষার ধরণও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সম্পদ দিয়ে যে, সে এর শোকর করে কিনা, যথাযথভাবে এর হক আদায় করে কিনা। আবার কাউকে পরীক্ষা করা হয় দারিদ্রতা দিয়ে যে, সে এতে সবর করে কিনা, সন্তুষ্টি ও রিজা প্রকাশ করে কিনা। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সুস্থতা দিয়ে যে, সে তা কাজে লাগায় কিনা, অগ্রগামী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কিনা। আর কাউকে পরীক্ষা করা হয় অসুস্থতা দিয়ে যে, সে এ হালতে সবর করে কিনা, মানুষের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায় কিনা।

মূলত মানুষের মাঝে দুটি শ্রেণি রয়েছে—ধনী ও গরিব। ধনীদের জন্য হলো শোকর, আর গরিবদের জন্য সবর। কোনোটির মর্যাদা কোনোটির চেয়ে কম নয়। দলিলের দিকে নজর দিলে কখনো মনে হয় সবর উত্তম, আবার কখনো মনে হয় শোকর উত্তম। সামগ্রিক বিবেচনায় কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া মুশকিল হলেও এটা বলা যায় যে, ক্ষেত্রবিশেষে কখনো শোকর উত্তম, আর কোথাও সবর উত্তম। আর যারা দুটির মাঝে সমন্বয় করেছে, দুটি জিনিসকেই যারা জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে, তারা তো আল্লাহর বিশেষ তাওফিকপ্রাপ্ত।

শোকর ও সবর এমনই দুটি গুণ, যা একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়ারির জন্য যথেষ্ট। কেননা, জাগতিক জীবনে সকল মানুষের দুই অবস্থা—সুখ ও শান্তি অথবা দুঃখ ও কষ্ট। আর এ উভয় অবস্থায় বান্দার করণীয় কী, সে ব্যাপারে শরিয়তের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। সুখ ও শান্তির সকল ক্ষেত্রে শোকর আর দুঃখ ও কষ্টের সকল ক্ষেত্রে সবর—এটাই তো ইসলামের শিক্ষা। তাই কেউ যদি এ দুটি গুণকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তার সাফল্য সুনিশ্চিত বলা যায়। কষ্টে থাকুক বা সুখে থাকুক, সর্বদা সে এ দুটি গুণের মাধ্যমেই তার সবকিছু পরিচালনা করে। শোকর ও সবরের দ্বারা যেমন তার দুনিয়ার জিন্দেগি সুন্দরভাবে কাটে, ঠিক তেমনি

এদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করায় আখিরাতেও সে এর যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যমে সফলতা লাভ করবে।

এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই রচিত বিশদ একটি গ্রন্থ হলো ‘শোকর ও সবর : পথ ও পাথেয়’। রচনা করেছেন আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া رحمہ اللہ। ইবনে কাইয়িম رحمہ اللہ মানেই ভিন্ন একটি উপহার, নতুন কিছু আহবান, স্বতন্ত্র ধারায় উপস্থাপনা। কঠিন বিষয়গুলো চমৎকার বয়ানে খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। তথ্যগুলো হয় উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ, দালিলিক। ভাষাটা হয় টানা বারবারে ও মুগ্ধকর। তার রচনাবলি যেকোনো পাঠককে মুগ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ বইটির আলোচিত দুটি বিষয় সবর ও শোকর—আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ আলোচনা বলে মনে হয়। কিন্তু বইটি পড়ার পর এ ভুল ধারণা ভেঙে যায়। একপর্যায়ে এমন উপলব্ধি হয় যে, এ দুটি বৈশিষ্ট্যই বুঝি সফলতা ও উন্নতির সব চাবিকাঠি। আর বাস্তবতা এটা অস্বীকারও করে না। সত্যিই যার মাঝে সবর ও শোকরের মতো এ মহান দুটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, সফলতা নিশ্চিত তার পায়ে এসে আছড়ে পড়ে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই আমিমুল ইহসান। নবীন হলেও বারবারে ও গতিময় অনুবাদে পাঠক মুগ্ধ হবে বলে আমি আশাবাদী। গ্রন্থটির কলেবর বড় হলেও সময় নিয়ে পুরো বইয়েই নজর বুলিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ অংশে একাধিকবার নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে দিয়েছি। আয়াত, হাদিস ও বিভিন্ন উক্তির তথ্যমূল উল্লেখের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও যুক্ত করেছি। সার্বিক বিবেচনায় বইটিকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে আমরা চেপ্তার কোন ত্রুটি করিনি। আশা করি, গ্রন্থটি সবার কাছে সুখপাঠ্য, তথ্যসমৃদ্ধ ও সুন্দর বলে উপলব্ধ হবে।

সর্বশেষ পাঠকদের বলব, বইটি নিজে পড়ুন এবং আপনজনকে পড়তে দিন। ইনশাআল্লাহ জীবনের চলার পথে আমূল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। সবর হোক আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শোকর হোক আমার জীবনের পথচলার পাথেয়। উভয়ের সমন্বয়ে দুনিয়া হোক শান্তিময়, আখিরাতে হোক সাফল্যময়। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমিন।

- তারেকুজ্জামান

০৮/১২/২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
গুরুর কথা	২১
◊ প্রথম অধ্যায়	
সবরের আভিধানিক অর্থ	২৫
◊ দ্বিতীয় অধ্যায়	
সবরের স্বরূপ ও সালাফের বাণী	২৯
◊ তৃতীয় অধ্যায়	
স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের নামান্তর	৩৬
◊ চতুর্থ অধ্যায়	
الصَّبْرُ، التَّصَبُّرُ، الإِصْطِنَابُ، الْمُصَابَرَةُ শব্দগুলোর পারস্পারিক পার্থক্য	৩৮
◊ পঞ্চম অধ্যায়	
স্থানভেদে সবরের বিভিন্ন রূপ	৪২
◊ ষষ্ঠ অধ্যায়	
প্রবৃত্তিশক্তির প্রতিরোধে সক্ষমতা ও	
অক্ষমতার বিচারে সবরের প্রকার	৪৫
একটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য	৪৮
সহজ সবর ও কঠিন সবর	৫২
◊ সপ্তম অধ্যায়	
ধৈর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিচারে সবরের প্রকার	৫৪
◊ অষ্টম অধ্যায়	
শরিয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবরের প্রকার	৬৩
হারাম সবরের কতিপয় দৃষ্টান্ত	৬৪
মাকরুহ সবর	৬৬
মুবাহ সবর	৬৬

◊নবম অধ্যায়

সবরের বিভিন্ন স্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৬৭
প্রথম দলের দলিল	৭৬
দ্বিতীয় দলের দলিল	৭৮

◊দশম অধ্যায়

নন্দিত সবর ও নিন্দিত সবর	৮৯
নন্দিত সবরের প্রকারভেদ	৯২
সবরের আরও কতিপয় প্রকার	৯৯

◊একাদশ অধ্যায়

মহৎ ব্যক্তি ও ইতর লোকের সবরের মध्येপার্থক্য	১০৮
উভয়ের সবরের স্বরূপ ও পরিণতি	১০৯

◊দ্বাদশ অধ্যায়

সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ	১১১
প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে দ্বিনের চাহিদাকে শক্তিশালী করার উপায়	১১৬

◊ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুমিন সর্বদা সবরের মুখাপেক্ষী	১২৮
প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকূল বস্তুতে সবর	১২৮
সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর	১৩২
প্রবৃত্তির চাহিদার প্রতিকূল বস্তুতে সবর	১৩২
কুপ্রবৃত্তি ও বদঅভ্যাস	১৩৪

◊চতুর্দশ অধ্যায়

সর্বাধিক কঠিন সবর	১৪১
-------------------------	-----

◊পঞ্চদশ অধ্যায়

কোরআনের বয়ানে সবর	১৪৫
--------------------------	-----

◊ষোড়শ অধ্যায়

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়ানে সবর	১৫৯
-----------------------------------	-----

◊সপ্তদশ অধ্যায়

সাহাবা ও সালাফের দৃষ্টিতে সবর	২০৭
-------------------------------------	-----

বিপদগ্রস্তের আলাদা পোশাক পরার হুকুম ২১৬

◊ অষ্টাদশ অধ্যায়

ফিকহের দৃষ্টিতে মানুষের বিপদকালীন প্রতিক্রিয়া ২১৭

শোকপ্রকাশ ও বিলাপ করার বিধান ২২৫

শোক প্রকাশের বৈধ রূপ ২৩১

স্বজনদের বিলাপে মৃতের শাস্তি হবে কি? ২৩২

এ ব্যাপারে ফয়সালামূলক ব্যাখ্যা ২৩৬

◊ উনবিংশ অধ্যায়

সবর ইমানের অর্ধেক ২৩৮

◊ বিংশ অধ্যায়

আলেমদের মতানৈক্য : সবর উত্তম না শোকর? ২৪৪

সবর উত্তম হওয়ার পক্ষে দলিল ২৪৪

শোকর উত্তম হওয়ার পক্ষে দলিল ২৫৬

নেয়ামত ও শোকরের নানান দিক ৩০৭

আল্লাহর রহমতই মুক্তির একমাত্র ভরসা ৩১০

নেয়ামত উপলব্ধি করার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ৩১২

আল্লাহর কাছে কী চাইবেন? ৩১৩

বান্দার করণীয় ও কর্তব্য ৩৩১

আল্লাহর হকের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা জরুরি ৩৩৩

◊ একবিংশ অধ্যায়

সবরকারী ও শোকরকারী : উভয় দলের হুকুম এবং শ্রেষ্ঠ কে? ৩৩৪

শোকর ও সবরের মধ্যকার সম্পর্ক ৩৩৯

সবর ও শোকর—উত্তমকোনটি? ৩৪৩

দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৬১

দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি ৩৭৭

গৌরব-প্রতিযোগিতা ৩৮৪

প্রাচুর্যে প্রতিযোগিতা ৩৮৫

দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি ৩৮৫

আখেরাতই প্রকৃত ঠিকানা ৩৮৮

আলোচনার ফলাফল ৩৯১

◊ দ্বাবিংশ অধ্যায়

আলেমদের মতানৈক্য : কে উত্তম—

কৃতজ্ঞ ধনী না ধৈর্যশীল গরিব?.....	৩৯৩
তাকওয়াই মর্যাদার মাপকাঠি—দারিদ্র্য বা প্রাচুর্য নয়.....	৪০১

◊ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কোরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বাণী থেকে গরিবদের দলিল.....	৪০৬
সুরা তাকাসুরের তাফসির.....	৪১৪
গরিবদের দলিল উপস্থাপনের সমাপ্তি-পর্ব.....	৪৪০
দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধির সহায়ক উপমা ও দৃষ্টান্ত.....	৫২৩
দুনিয়ার স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত.....	৫৫৮
সবরকারী গরিব উত্তম হওয়ার পক্ষে আরও কিছু দলিল.....	৫৬০

◊ চতুর্বিংশ অধ্যায়

ধনীদের পক্ষে কোরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী.....	৫৬৭
দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা.....	৫৬৯
রাসুলুল্লাহ ﷺ : সবার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ.....	৬০৫

◊ পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সবর পরিপন্থী কর্মকাণ্ড.....	৬১১
-----------------------------	-----

◊ ষড়বিংশ অধ্যায়

সাবুর ও শাকুর আল্লাহর গুণবাচক নাম.....	৬২১
আল্লাহর গুণবাচক নাম الشُّكُورُ বা গুণগ্রাহী.....	৬৩১
উপসংহার.....	৬৩৬

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রভু!

সহায় হোন, সহজ করুন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি পরম ধৈর্যশীল ও গুণগ্রাহী, সুউচ্চ ও সুমহান, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। জগতের সবকিছু যাঁর ক্ষমতার অধীন, সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় যাঁর সব ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। কেয়ামতের দিন যাঁর ডাকে কবরবাসীরা পুনর্বীর জেগে উঠবে। যিনি রচনা করেন সৃষ্টিজগতের অদৃষ্ট আর ঐকে দেন জীবন ও মরণের সীমারেখা। যিনি লিপিবদ্ধ করেন তাদের কর্ম ও অবদান আর বণ্টন করেন জীবিকা ও ধন-সম্পদ। যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মরণ, এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল; প্রতাপশালী ও মহাশক্তিধর। যত কঠিন বিষয়, তার নিকট সহজ। তিনি মহাপ্রভু ও পরম রক্ষক। কত ভালো বন্ধু তিনি! কত উত্তম সাহায্যকারী!!

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ
كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ . يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁরই এবং

প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমাদের কেউ কাফের আর কেউ মুমিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সব দেখেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুশোভন করেছেন তোমাদের আকৃতি। প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তিনি জানেন এবং তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো। আর আল্লাহ অন্তর্যামী।”

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনুপম ও অতুলনীয়। অংশীদারত্ব, সমকক্ষতা ও সাদৃশ্যেরও বহু উর্ধ্বে তিনি। মুলহিদদের ‘নিষ্ক্রীয়তা তত্ত্ব’ থেকে তিনি পবিত্র, সৃষ্টির অনুরূপতা থেকেও যোজন যোজন দূরে তাঁর মহান সত্তা।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবি ও রাসূল, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, ওহির পূর্ণ আমানতদার। তিনি আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। সৃষ্টির মধ্যে তিনিই আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী; সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি উম্মতের দিশারী; রবের হুকুম পালনে অবিচলতার মূর্ত প্রতীক। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে তিনিই সর্বাগ্রে। আল্লাহর কাছে পৌঁছার তিনিই সংক্ষিপ্ততম মাধ্যম। মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপানে, সম্মানের সুউচ্চ শিখরে তাঁর অবস্থান। তাঁর সুপারিশের পরিধি সর্বাধিক বিস্তৃত। ধরাপৃষ্ঠে তাঁর আগমন ঘটেছে মানবজাতিকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করতে, ইমানের পথে ডাকতে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দিতে। তিনি মহান রবের রেসালতের দায়িত্ব পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে আদায় করেছেন। রবের সন্তুষ্টির আশায় তিনি এত কষ্ট সহ্য করেছেন; যার কোনো নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। সবার ও শোকরের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেছেন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা। সবার ও শোকরের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে তবেই তিনি দম নিয়েছেন।

১. সুরা তাগাবুন : ১-৪

তাই তাঁর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আর আসমানের ফেরেশতাকুল। তাঁর স্তুতি গেয়েছেন আশ্বিয়ায়ে কেলাম এবং সকল মুমিন। তাই তো কেয়ামতের দিন لَوَاءُ الْحَمْدُ বা ‘আল্লাহর স্তুতির নিশান’ উত্তোলন করার জন্য তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন। আদম ﷺ-সহ সকল নবি সেদিন তাঁর পতাকার নিচে থাকবেন। হামদ ও প্রশংসার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের শেষবাক্য হিসাবেও গৃহীত হয়েছে এই হামদ। অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তাঁর উম্মতকে অভিহিত করা হয়েছে ‘হাম্মাদ’ [অতি প্রশংসাকারী] নামে। কেননা, সুখে-দুখে ও আনন্দে-বেদনায় সর্বদা তারা আল্লাহ তায়ালায় হামদ আদায় করে। তাই তাঁর উম্মতকে ‘জান্নাতের দিকে অগ্রগামী দল’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর হামদ ও জিকির করে, তারা স্থান পাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তোলিত ‘স্তুতি-নিশান’ এর ছায়াতলে। আর যারা শোকর আদায় করে এবং সবার করে, তারা লাভ করবে উঁচু মর্যাদা।

আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল, আশ্বিয়া কেলাম এবং সকল মুমিনের পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর বর্ষিত হোক শান্তি ও রহমতের অমীম ধারা।

সবর এমন এক তেজি ঘোড়া, যার গতি শ্লথ হয় না; এমন এক তলোয়ার, যা ভোঁতা হয় না; এমন সৈনিক, যে পরাজিত হয় না; এমন প্রাচীর, যা ধসে পড়ে না। আর ধৈর্য ও সাহায্য—তারা তো দুই সহোদর।

رَضِيْعِي لِبَانٍ نَّدِيٍّ أُمَّ تَقَاسَمَا بِأَسْحَمٍ دَاجٍ عَوْضٍ لَا نَنْفَرُ

‘একই মায়ের দুধ খেয়ে বেড়ে উঠেছি আমরা। গভীর যামিনীর শপথ! আমরা পরস্পরকে কভু ছেড়ে যাব না।’

ধৈর্যই সাহায্য লাভের ভূমিকা; কষ্টই ডেকে আনে সুখ; কঠিনের পরই সহজ—জগতের এই তো রীতি। কোনো দল-বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই সবার বান্দার জন্য নিয়ে আসে আসমানি নুসরত। শরীরের জন্য মাথা যেমন, সাফল্য লাভে সবারের ভূমিকাও তেমন।

পরম সত্যবাদী, ওয়াদা পূরণকারী মহান আল্লাহ তাঁর শাস্ত কিতাবে বলেছেন, তিনি সবারকারীদের দান করবেন অফুরন্ত পুরস্কার। আর ঘোষণা

করেছেন, তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন—তাদের হেদায়েত দেবেন, সাহায্য করবেন এবং দান করবেন সুস্পষ্ট বিজয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

‘আর তোমরা সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।’^২

আল্লাহর এই সান্নিধ্য তাদের দান করে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের নিশ্চয়তা। আর রবের অফুরন্ত নেয়ামত তাদের পৌঁছে দেয় সাফল্যের দোরগোড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের ইমামত ও নেতৃত্বের জন্য সবর ও একিনের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে :

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

‘আর সবর ও ধৈর্য ধারণ করার কারণে আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। আর তারা ছিল আমার নির্দেশনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।’^৩

আল্লাহ তায়ালা বলেন, সবর বান্দার জন্য অতিশয় কল্যাণকর। কোরআন মাজিদে এসেছে :

﴿وَلَمَّا صَبَرْتُمْ لَهَوْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾

‘যদি সবর করো, তবে তা সবরকারীদের জন্যে কল্যাণজনক।’^৪

২. সুরা আনফাল : ৪৬

৩. সুরা সাজদা : ২৪

৪. সুরা নাহল : ১২৬

আল্লাহ তায়ালা বলেন, সবর ও তাকওয়া থাকলে শক্তিশালী শত্রুর বিদেহ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে এসেছে :

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾

‘আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সব আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।’^৫

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইউসুফ সিদ্দিক^৬ ﷺ সম্পর্কে বলেন, তাঁর সবর ও তাকওয়া তাঁকে ক্ষমতা ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কোরআনে এসেছে :

﴿ إِنَّهُ مِنْ يَتَّقِي وَيََصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

‘নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।’^৭

আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়ার মধ্যেই সফলতা রেখেছেন। মুমিনগণ এই দুইয়ের মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করে। আল্লাহ বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

৫. সূরা আলে ইমরান : ১২০

৬. ‘সিদ্দিক’ শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ। ‘যে ব্যক্তি কোনো প্রকারের সংশয়ে নিপতিত হওয়া ছাড়া সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান ও তাঁর রাসুল ﷺ -কে পূর্ণভাবে সত্যায়ন করে সেই সিদ্দিক।’ [লিসানুল আরব : ১০/১৯৪]

৭. সূরা ইউসুফ : ৯০

‘হে ইমানদারগণ, ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।’^৮

আল্লাহ তায়ালা সবারকারীদের প্রতি আপন ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। ধৈর্য ধারণে এর চেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক আর কী হতে পারে! আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

‘আর সবারকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।’^৯

আল্লাহ তায়ালা সবারকারীদের জন্য তিনটি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন—যার প্রত্যেকটি দুনিয়ার ওইসব বস্তু থেকে উত্তম, যার জন্য মানুষ পরস্পর ঈর্ষা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

‘তুমি শুভসংবাদ দাও সবারকারীদের—যারা বিপদের সম্মুখীন হলে বলে, “আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।” এদের প্রতিই রবের বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়। আর এরাই সঠিক পথে পরিচালিত।’^{১০}

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ধ্বনি ও দুনিয়াবি বিপদাপদে সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দান করেছেন। কোরআনে এসেছে :

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾

৮. সুরা আলে ইমরান : ২০০

৯. সুরা আলে ইমরান : ১৪৬

১০. সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭

‘তোমরা সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো ।
বিনয়ী বান্দাগণ ব্যতীত অন্য সকলের নিকট এটা নিশ্চিত
কঠিন একটি ব্যাপার ।’^{১১}

সবরকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাতের
নেয়ামত দান করবেন । তিনি ইরশাদ করেন :

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

‘আজ আমি তাদেরকে তাদের সবারের কারণে এমনভাবে
পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলকাম ।’^{১২}

আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেবল ধৈর্যশীল মুমিনরাই দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে
বিমুখ হয় এবং আমল ও সওয়াবের প্রতি আগ্রহ রাখে । কোরআনে কারিমে
এসেছে :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾

‘আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদের!
ইমানদার ও সৎকর্মীদের জন্যে আল্লাহর দেওয়া সওয়াবই
উৎকৃষ্ট । এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী ।’^{১৩}

আল্লাহ তায়ালা বলেন, মন্দের জবাবে সুন্দর আচরণ দুশমনকে অন্তরঙ্গ বন্ধু
বানিয়ে দেয় । কোরআনে এসেছে :

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

১১. সূরা বাকারা : ৪৫

১২. সূরা মুমিনুন : ১১১

১৩. সূরা কাসাস : ৮০

‘ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করে উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।’^{১৪}

আল্লাহ তায়ালা শপথ করে বলেন, সবরকারীরাই এই গুণের অধিকারী হবে; তারাই সফলকাম। তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

‘মহাকালের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়, তারা ব্যতীত।’^{১৫}

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন; ডানপন্থী আর বামপন্থী। যারা পরস্পরকে ধৈর্য ও অনুগ্রহের আদেশ দেয়, তারা ডানপন্থী।

আর আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই উপকৃত হবে। তিনি কোরআন মাজিদের চার জায়গায় ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

‘নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও অতিকৃতজ্ঞ প্রতিটি লোকের জন্য।’^{১৬}

ক্ষমা ও প্রতিদান নির্ভর করে নেক আমল ও সবরের ওপর। আর আল্লাহ যাকে তাওফিক দেন, তার জন্যই সহজ হয়। তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

১৪. সুরা হা-মিম সাজদা : ৩৪

১৫. সুরা আসর : ১-৩

১৬. সুরা ইবরাহিম : ৫

‘তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।’^{১৭}

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ধৈর্য ও ক্ষমা এমন এক লাভজনক বিনিয়োগ, যাতে লোকসানের ভয় নেই। কোরআন হাকিমের এসেছে :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْأُمُورِ﴾

‘অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়—এ তো দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।’^{১৮}

আল্লাহ তায়ালা রাসুল ﷺ-কে তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তাঁর সবর কেবল আল্লাহর জন্যই; তাই বিপদে কষ্টের অনুভূতি হালকা হয়ে আসে। কোরআন মাজিদে এসেছে :

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾

‘তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করো। তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই রয়েছ। আর তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো, যখন তুমি গাত্রোত্থান করো।’^{১৯}

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন :

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَبِيحٍ مَّمَّا يَمْكُرُونَ . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

‘তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে

১৭. সুরা হুদ : ১১

১৮. সুরা শুরা : ৪৩

১৯. সুরা ভূর : ৪৮

তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা
তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।^{২০}

অতএব, সবর মুমিনের জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু, যার চারপাশে আবর্তিত হয় তার জীবন। সবর ইমান-বৃক্ষের গুঁড়ি, যার ওপর ভর দিয়ে ইমান দাঁড়িয়ে থাকে। বলা যায়, যার সবর নেই তার ইমান নেই—থাকলেও নিতান্ত দুর্বল। এমন দুর্বল ইমানদার আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে। যখন কল্যাণ লাভ করে, তার চিত্ত প্রশান্ত হয় আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়—ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ভাগ্য ছাড়া এদের কিছুই অর্জিত হয় না।

সৌভাগ্যবানরা সবরের মাধ্যমে লাভ করে কল্যাণের জীবন এবং শোকরের মাধ্যমে আরোহণ করে মর্যাদার স্বপ্নচূড়ায়। সবর ও শোকরের ডানা মেলে তারা উড়াল দেয় চিরশান্তির জান্নাত পানে। আর তা কেবল আল্লাহরই অনুগ্রহ; যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। বস্তুত, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ।

২০. সুরা নাহল : ১২৭-১২৮

শুরুর কথা

ইমানের দুটি অংশ—সবর ও শোকর। তাই প্রকৃতপক্ষে যে নিজের কল্যাণ চায়, পরকালে মুক্তি কামনা করে, शामिल হতে চায় সৌভাগ্যবানদের কাতারে; সে যেন এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে, সামান্য অবহেলাও না করে এবং এ পথ ধরে আল্লাহর পানে এগিয়ে চলার প্রয়াস পায়—যাতে আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাতের দিন সে নেককারদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

দুটি বিষয় স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে :

১. সবর ও শোকরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
২. উভয় জগতের সাফল্যে সবর ও শোকরের অনিবার্যতা।

রচনার ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রহমতে সংকলনটি বহু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি গ্রন্থের রূপ লাভ করেছে। ইনশাআল্লাহ, এটি পাঠকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। এতে প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়েই পর্যাপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যা পাঠকের চক্ষু শীতল করবে এবং অন্তরে প্রশান্তি এনে দেবে। বইটির একনিষ্ঠ পাঠ প্রফুল্লতা আনবে বিষণ্ণ মনে, প্রাণসঞ্চয় করবে মৃত হৃদয়ে, অনুপ্রেরণা যোগাবে হতাশ লোকদের এবং উদ্যমীদের করে তুলবে আরও উদ্দীপ্ত।

পবিত্র কোরআনের মূল্যবান তাফসির, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্বাচিত হাদিস, সালাফের অমূল্য বাণী, প্রামাণ্য ফেকহি মাসায়েল এবং জীবনপথের অসংখ্য উৎকৃষ্ট পাথেয় দিয়ে খরে খরে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বইয়ের ভেতরের গোটা দৃশ্য। সবর ও শোকরের প্রকার ও প্রকৃতির আলোচনা এসেছে বেশ গুরুত্বের সাথে। ‘শোকরকারী ধনী উত্তম, না সবরকারী গরিব?’ শীর্ষক শিরোনামে স্থান পেয়েছে প্রাণবন্ত এক বিতর্ক। কোরআন, হাদিস ও সালাফের পেশ করা বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে নশ্বর পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের আসল মর্ম উদঘাটনের প্রয়াসও চালানো হয়েছে সফলভাবে।

দুনিয়া কখন নিন্দিত, কখন নন্দিত; কোন বস্তুটি আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহযোগিতা করে আর কোনটি আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়; দুনিয়ার মোহে পড়ে

মানুষ কীভাবে ধ্বংস হয় আর জীবনকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কীভাবে পায়ে পায়ে সৌভাগ্যবানদের কাতারে এসে দাঁড়ায়?—ইত্যাকার সব মূল্যবান বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও এমন সব বিষয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যা এখানে ছাড়া আপনি কোথাও পাবেন না। অবশ্য এটি বান্দার ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়।

বইটি রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, আলেম-সাধারণ, ফকিহ-সুফি সকলের জন্য সমান উপকারী। এটি উদ্যমহীনকে কর্মতৎপর করে তুলবে, পথিককে আপন পথে অবিচল রাখবে এবং আখেরাতের মুসাফিরকে তার গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন করবে।

এতকিছুর পরও এটি এক অধম ও অযোগ্যের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। যেসব রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে এতে সচেতন করা হয়েছে, অধম নিজেও সেসব রোগে আক্রান্ত। রোগমুক্তির যে পথ ও পছা বলা হয়েছে, অধম নিজেও সে পথের পূর্ণ পথিক হতে পারেনি। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর কাছে এই প্রত্যাশা, তিনি মুমিন বান্দাদের প্রতি এই নসিহতের বরকতে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এ কিতাবের যা কিছু সঠিক ও সুন্দর, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই প্রশংসিত এবং সাহায্যকারী। আর যত ক্রটি-বিচ্যুতি, তা অধম ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

প্রিয় পাঠক!

আপনার খেদমতে লেখকের স্বল্প পুঁজি থেকে যা পেশ করা হয়েছে, এর কল্যাণসমূহ আপনার জন্য আর বিচ্যুতিগুলোর দায় একান্তই লেখকের।

আমি এই গ্রন্থটিকে ২৬টি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় : সবরের আভিধানিক অর্থ, সবর শব্দটির মূলধাতু ও এর রূপান্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সবরের স্বরূপ ও সালাফের বাণী।

তৃতীয় অধ্যায় : স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের নামান্তর।

চতুর্থ অধ্যায় : الضُّبَارُ বা ধৈর্য, التَّصَبُّرُ বা ধৈর্যানুশীলন, الإِصْطِبَارُ
বা ধৈর্য অর্জন ও الْمُصَابِرَةُ বা সবরে প্রতিযোগিতা—
এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য?

পঞ্চম অধ্যায় : স্থানভেদে সবরের বিভিন্ন রূপ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রবৃত্তিশক্তির প্রতিরোধে সক্ষমতা ও অক্ষমতার বিচারে সবরের
প্রকারভেদ ।

সপ্তম অধ্যায় : ধৈর্যসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচারে সবরের প্রকারভেদ ।

অষ্টম অধ্যায় : শরিয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবরের প্রকারভেদ ।

নবম অধ্যায় : সবরের বিভিন্ন স্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ।

দশম অধ্যায় : নন্দিত সবর ও নিন্দিত সবর ।

একাদশ অধ্যায় : মহৎ ব্যক্তি ও ইতর লোকের সবরের মধ্যে পার্থক্য ।

দ্বাদশ অধ্যায় : সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : মানুষ সর্বদা সবরের মুখাপেক্ষী ।

চতুর্দশ অধ্যায় : সর্বাধিক কঠিন সবর ।

পঞ্চদশ অধ্যায় : কোরআনের বয়ানে সবর ।

ষোড়শ অধ্যায় : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়ানে সবর ।

সপ্তদশ অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সবর ।

অষ্টাদশ অধ্যায় : ফেকাহর দৃষ্টিতে মানুষের বিপদকালীন প্রতিক্রিয়া—
ক্রন্দন, বিলাপ, হৈচৈ, ডাক-চিৎকার, বুক চাপড়ানো,
জামা ছেঁড়া ইত্যাদি ।

উনবিংশ অধ্যায় : সবর ইমানের অর্ধেক; কারণ ইমানের দুটি অংশ—
সবর ও শোকর ।

বিংশ অধ্যায় : আলেমদের মতানৈক্য : সবর উত্তম, না শোকর?

একবিংশ অধ্যায় : সবরকারী ও শোকরকারী—উভয় দলের হুকুম ও শ্রেষ্ঠ
কে?

দ্বাবিংশ অধ্যায় : আলেমদের মতানৈক্য : কে উত্তম—শোকরকারী ধনী
না সবারকারী গরিব?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : কোরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বাণী থেকে গরিবদের
পক্ষে দলিল।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : কোরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী থেকে ধনীদের
পক্ষে দলিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় : সবার-পরিপস্থী কর্মকাণ্ড।

ষড়বিংশ অধ্যায় : ‘সাবুর’ ও ‘শাকুর’ আল্লাহর গুণবাচক নাম।

আর আমি এ কিতাবের নামকরণ করেছি, **عُدَّة الصَّابِرِينَ وَذَخِيرَةُ الشَّاكِرِينَ** বা ‘সবার ও শোকর : পথ ও পাথেয়, আল্লাহ তায়ালার কাছে
দোয়া করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র কাজে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন। কেবল
তাঁর রেজামন্দি ও সম্ভৃষ্টির জন্য যেন নিবেদিত হয় এই প্রয়াস। এই ছোট
মেহনতের দ্বারা যেন লেখক ও পাঠক সবাই উপকৃত হয়। তিনি বান্দার
দোয়া শোনে এবং কবুল করেন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই
সর্বোত্তম অভিভাবক!

প্রথম অধ্যায়

সবরের আভিধানিক অর্থ

‘সবর’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— আটকে রাখা ও বাধা দেওয়া। মনকে উৎকর্ষা ও অস্থিরতা থেকে দূরে রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত করা এবং মুখ চাপড়ানো ও জামা ছেঁড়া থেকে বিরত থাকাই হলো সবর। বলা হয় :

صَبْرٌ يَصْبِرُ صَبْرًا، وَصَبَرَ نَفْسَهُ

‘সে তার প্রবৃত্তিকে বিরত রাখল।’

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

‘তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সম্ভ্রুষ্টি লাভের আশায়।’^{২১}

কবি আনতারা বলেন :

فَصَبْرْتُ عَارِفَةٌ لِذَلِكَ حُرَّةٌ تَرَسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطَلَّعَ

২১. সুরা কাহাফ : ২৮

‘আমি জমিয়ে রেখেছি ময়দানে আমার স্বাধীন গর্বিত
অন্তরকে, যখন ভীরা কাপুরুশের দল পালানোর পথ খুঁজে
মরছে।’

কাউকে আটকে রাখলে বলা হয় : صَبْرَتْ فُلَانًا :

অন্য কাউকে দিয়ে আটকানো হলে বলা হয় : صَبْرَتْ فُلَانًا :

হাদিসে এসেছে : ‘জনৈক ব্যক্তি এক লোককে আটকে রাখল এবং তৃতীয়
ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করে ফেলল। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফয়সালার
জন্য মুকাদ্দামাটি পেশ করা হলে তিনি বললেন,

يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبِرُ الصَّابِرُ

‘যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা হবে এবং যে আটকে
রেখেছে তাকে আটকে রাখা হবে।’^{২২}

অর্থাৎ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে আটকে রাখা হবে, যেমনিভাবে সে
লোকটিকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রেখেছিল।

কাউকে হত্যা করার জন্য আটকে রাখলে বলা হয় : صَبْرَتْ الرَّجُلَ কাউকে
শপথ করতে বাধ্য করলে বলা হয় : أَصْبَرْتُ وَ صَبْرْتُهُ : এই ব্যবহারও
সহিহ হাদিসে এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَفْتَتِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ
فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ

‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ আটকে রাখার উদ্দেশ্যে
মিথ্যা শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করবে যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।’^{২৩}

২২. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১৭৮৯২, সুনানে দারা কুতনি : ৩২৬৯

২৩. সহিহ বুখারি : ৪৫৪৯

‘কাসামা’^{২৪} সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসেও^{২৫} শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

وَلَا تُصِيرُ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصِيرُ الْأَيْمَانَ

‘আপনি তাকে শপথ করতে বাধ্য করবেন না, যখন শপথ নেওয়া হবে।’^{২৬}

المَصْبُورَةُ বলা হয় ওই বস্তুকে, যার ওপর শপথ করা হয়।

হাদিসে এসেছে :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَصْبُورَةِ

‘রাসূল ﷺ মাসবুরা করতে নিষেধ করেছেন।’^{২৭}

মাসবুরা বলা হয়, হত্যার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখা ছাগল, মুরগি ইত্যাদি প্রাণীকে। পশুটিকে রশি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপর তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়।

এই ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াগুলোর রূপান্তর :

صَبَّرْتُ أَصْبِرُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَأَمَّا
صَبَّرْتُ أَصْبِرُ بِالضَّمِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ فَهُوَ بِمَعْنَى الْكِفَالَةِ،

২৪. কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা প্রমাণ বা খারিজ করে দেওয়ার জন্য যে কসম নেওয়া হয়, তাকে কাসামা বলে।

২৫. বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বনি হাশেমের এক লোককে সামান্য একটি উটের রশির জন্য হত্যা করে। আবু তালেব বিষয়টি জানতে পেয়ে হত্যাকারী লোকটির নিকট যায় এবং তাকে তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটি মেনে নিতে বলে। ক. হত্যার বিনিময়ে একশত উট দেবে। খ. তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশজন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি হত্যা করোনি। গ. তোমাকেও হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হবে। লোকটি গোত্রের সঙ্গে আলোচনা করে আবু তালেবকে জানাল, তারা হলফ করবে। বনি হাশেমের এক মহিলার বিয়ে হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল। তার সন্তানও হলফকারী পঞ্চাশজনের অন্তর্ভুক্ত হলো। সে আবু তালেবের কাছে এসে বলে : يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ أَنْ تُجِبَّ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْحَنَسِيِّنَ وَلَا تُصِيرَ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصِيرُ الْأَيْمَانَ) : হে আবু তালেব, আমি এই আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশ জন হলফকারী হতে আমার এই সন্তানকে রেহাই দেবেন এবং যখন হলফ নেওয়া হবে আপনি তার কাছ থেকে হলফ নেবেন না। (সহিহ বুখারি : ৩৮৪৫)

২৬. সহিহ বুখারি : ৩৮৪৫

২৭. মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার : ১৮০৫১

والصَّبِيرُ : الكفيلُ كأنه حبس نفسه الغرم ، منه قولهم :
اصبرني أعطني كفيلا-

অনেকে বলেন, الصَّبِيرُ এর মর্মার্থ হলো, الشَّدَّةُ وَالْقُوَّةُ বা কাঠিন্য ও শক্তি ।
সেখান থেকে الصَّبِيرُ ঔষধের নাম । তিজ্ততার কারণে এটি বেশ পরিচিত ।

বিখ্যাত ভাষাবিদ আসমায়ি ؑ বলেন, মানুষ যখন মারাত্মক কঠিন
পরিস্থিতির শিকার হয়, তখন বলা হয়, لَقِيَهَا بِأَصْبَارِهَا ।

সেখান থেকে الصَّبِيرُ অর্থ পাথুরে ভূমি । কাঠিন্য ও রক্ষতার কারণে الصَّبِيرُ
বলা হয় । একই কারণেই কালো পাথরের ভূমিকে صَبَّارٌ বলা হয়ে থাকে ।
এই অর্থেই বলা হয়, وَقَعَ الْقَوْمُ فِي أَمْرٍ صَبُورٍ, অর্থাৎ লোকেরা বেশ কঠিন
ঝামেলায় পড়েছে । কনকনে শীতকে বলা হয়, صَبَارَةٌ الشِّتَاءِ

কেউ বলেন, الصَّبِيرُ -এর মর্মার্থ হলো, الصَّمُّ، الْجَمْعُ অর্থাৎ একত্রিত হওয়া,
মিলানো । যেহেতু الصَّابِرُ তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিজেকে জমিয়ে রাখে এবং
বিপদের সময় অবিচল থাকে । সেখান থেকে বলা হয়, صَبْرَةُ الطَّعَامِ؛
صَبَارَةُ الْحِجَارَةِ অর্থাৎ খাদ্যের স্তূপ, পাথরের স্তূপ ।

আসল কথা হলো, الصَّبِيرُ শব্দের তিনটি অর্থই বিদ্যমান : الْمَنْعُ، الشَّدَّةُ :
الصَّمُّ অর্থাৎ বারণ করা, শক্ত হওয়া, একত্রিত করা ।

কেউ ধৈর্যধারণ করলে বলা হয়, صَبَرَ ধৈর্য ধারণ করার ভান করলে বলা হয়,
تَصَبَّرَ সবর অর্জন ও শিক্ষা করলে বলা হয়, اصْطَبَرَ সবরে প্রতিযোগিতা
করলে বলা হয়, صَابَرَ সবরের প্রতি নিজেকে বা অন্যকে উৎসাহিত করলে
বলা হয়, صَبَرَ-بِالتَّشْدِيدِ- نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ

এই ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াবিশেষ্যের বিভিন্ন রূপ :

আর مُصْطَبِرٌ থেকে اصْطَبَرَ । مُصَابِرٌ থেকে صَابَرَ । صَابِرٌ থেকে صَبَرَ
وَصَبُورٌ হলো মুবালাগার ওজন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সবরের স্বরূপ ও আল্লাহের বার্তা

সবরের মর্মার্থ : সবর মানুষের একটি চারিত্রিক গুণ, যা মানুষকে অসুন্দর ও অসংলগ্ন কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি এমন এক মানসিক শক্তি, যার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মানুষের অবস্থা এবং সুসংহত হয় তার অবস্থান।

জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ رضي الله عنه-কে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, **ঈদুটি না করে তিজতা ও মুসিবত সহ্য করার নাম সবর।**

জুন্নুন رضي الله عنه বলেন, বিরোধিতা না করা, বিপদ ও মুসিবতের ভিড়ে অবিচল থাকা আর জীবিকার অঙ্গনে চরম দারিদ্র্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছলতা প্রকাশ করাই হলো সবর।

কারও মতে : বিপদাপন্ন হয়েও সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই সবর।

কেউ বলেন, সবর হলো, দুর্দশার অঁথে সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েও অভিযোগ না করা।

আবু উসমান رضي الله عنه-এর মতে, পরম ধৈর্যশীল তো সে, যে নিজেকে বিপদ ও মুসিবতে অবিচলতায় অভ্যস্ত করে তোলে।

কোনো আলেম বলেন, সবর হলো, দুঃখের সময়ও সহজ ও স্বাভাবিক থাকতে পারা, যেমনটা সুখের সময় থাকে।

অর্থাৎ সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ বান্দার ইবাদতের হকদার। তাই তার উচিত, সুখের সময় শোকর করা আর বিপদের সময় সবর করা।

আমর ইবনে উসমান মক্কি ﷺ বলেন, সবর হলো, আল্লাহর সাথে থাকা এবং মুসিবতকে খুশিমনে প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়া।

অর্থাৎ সে প্রফুল্লচিত্তে মুসিবতকে মেনে নেবে; অস্থির ও অধৈর্য হবে না, অভিযোগ করবে না।

কারও মতে, সবর মানে কোরআন ও সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকা।

রুয়াইম ﷺ বলেন, সবর হলো, অভিযোগ ও শিকায়ত না করা।

কোনো আলেমের মতে, সবর হলো, আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

আবু আলি ﷺ বলেন, অটল ও অবিচলতার নামই হলো সবর।

হজরত আলি ইবনে আবি তালেব ﷺ বলেন, সবর এমন এক তেজি ঘোড়া, যার গতি শ্লথ হয় না।

আবু মুহাম্মাদ জারিরি ﷺ বলেন, সবর মানে হলো, সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা আর উভয় অবস্থায় হৃদয় প্রশান্ত থাকা।

তবে আমার মতে, এটি বান্দার সাধ্যের উর্ধ্বে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এরূপ নির্দেশও দেওয়া হয়নি। কারণ, সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা উভয় অবস্থায় পার্থক্য হওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। হ্যাঁ, মুসিবতের সময় নিজেকে অস্থিরতা ও উৎকর্ষা থেকে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব; কিন্তু উভয় অবস্থায় সমতা বিধান সাধ্যের বাইরে।

বান্দার জন্য সবরের চেয়ে সুস্থতার নেয়ামত অধিক সহজ। রাসুল ﷺ-এর প্রসিদ্ধ দোয়া :

إِنَّ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي

‘আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তবে অন্য কিছুর পরোয়া আমি করি না। তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা আমার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত।’^{২৮}

২৮. আদ-দুআ, তাবারানি : ১০৩৬

এই দোয়ার সাথে নিচের হাদিসের কোনো বিরোধ নেই :

وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر

‘সবরের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো কল্যাণ কেউ লাভ করেনি।’^{২৯}

কেননা, এখানে মুসিবত আসার পরের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিপদাপন্ন অবস্থায় সবরের কল্যাণই বিস্তৃত আর বিপদের পূর্বে সুস্থতার কল্যাণই সর্বাধিক প্রসারিত।

আবু আলি দাক্কাক رحمه الله সবরকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে : সবর হলো, তাকদিরের ওপর প্রশ্ন না তোলা। অভিযোগ করা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যদি বিপদের কথা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী হবে না।

হজরত আইয়ুব عليه السلام-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾

‘আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি।’^{৩০}

অথচ তিনি বলেছেন :

﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾

‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি।’^{৩১}

আমার মতে অভিযোগ দুই প্রকার :

এক : আল্লাহর কাছে অভিযোগ উত্থাপন। এটা সবরের পরিপন্থী নয়। যেমনটা হজরত ইয়াকুব عليه السلام বলেছিলেন :

২৯. সহিহ বুখারি : ১৪৬৯

৩০. সুরা সোয়াদ : ৪৪

৩১. সুরা আশিয়া : ৮৩

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾

‘সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়’^{৩২}

তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে বলেন :

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

‘আমি আমার অস্থিরতা ও দুর্দশার অভিযোগ আল্লাহর কাছে পেশ করছি।’^{৩৩}

হজরত আইয়ুব ﷺ আল্লাহ তায়ালার কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন :

﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾

‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি।’^{৩৪}

অভিযোগ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার কাছে সবারকারী বলেছেন :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾

‘আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি।’^{৩৫}

সবর ও ধৈর্যের অনুপম আদর্শ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي

‘হে আল্লাহ, আমি কেবল তোমার কাছেই আমার শক্তির দুর্বলতা ও উপায়-উপকরণের ঘাটতির অভিযোগ করছি।’^{৩৬}

৩২. সূরা ইউসুফ : ৮৩

৩৩. সূরা ইউসুফ : ৮৬

৩৪. সূরা আশিয়া : ৮৩

৩৫. সূরা সোয়াদ : ৪৪

৩৬. আদ-দুআ, তাবারানি : ১০৩৬

হজরত মুসা ﷺ বলেছিলেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُسْتَعَاذُ، وَإِلَيْكَ الْمُسْتَعَاثُ، وَأَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

‘হে আল্লাহ, আপনার জন্যই যত প্রশংসা। আপনার কাছেই অভিযোগ পেশ করি। আপনিই সাহায্যকারী। আপনার কাছেই ফরিয়াদ করি। আপনার ওপরই ভরসা করি। নেক কাজের ক্ষমতা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না।’^{৩৭}

দুই : কথা বা কাজের মাধ্যমে বান্দার কাছে অভিযোগ করা। এ প্রকারের অভিযোগকারী সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এই অভিযোগ সবরের অন্তরায়। এই প্রসঙ্গে আমরা ‘অভিযোগ ও সবরের সম্মিলন ও বিভাজন’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে^{৩৮} বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কারও মতে, সবর হলো, মনের জোর ও সাহস।

প্রসিদ্ধ প্রবচন : ‘সাহস হলো ক্ষণিকের ধৈর্য’ —এর জন্ম এই উক্তি থেকেই।

কোনো আলেমের মতে, অস্থিরতার সময় অন্তরকে দৃঢ় রাখাই হলো সবর।

সবর ও অস্থিরতা একত্র হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا

‘এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা ধৈর্যশীল হই একই কথা’।^{৩৯}

৩৭. আদ দাওয়াতুল কাবির : ২৬৪

৩৮. পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শুরুতে এ নিয়ে আলোচনা এসেছে।

৩৯. সুরা ইবরাহিম : ২১

অস্থিরতা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আর সবর বুদ্ধিমত্তার। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অস্থিরতার উৎস কী? উত্তরে বলা হবে নির্বুদ্ধিতা। পক্ষান্তরে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সবরের উৎস কী? বলা হবে বুদ্ধিমত্তা।

‘নফস’ বা প্রবৃত্তি হলো বান্দার বাহন, যাতে সওয়ার হয়ে সে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে সফর করে। আর সবর হলো সেই বাহনের লাগাম। যদি লাগাম না থাকে, তবে প্রতিটি মোড়েই সে পথ হারাবে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার এক ভাষণে বলেন, হে লোকসকল, তোমরা নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। কেননা মন্দের দিকে আকৃষ্ট হওয়া নফসের মজ্জাগত স্বভাব। যে নিজের নফসের নাকে (সবরের) লাগাম পরিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে রহম করুন। লাগাম টেনে সে নফসকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে রাখে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার আজাবে সবর করার চেয়ে তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার কষ্টে সবর করা অনেক সহজ।

আমি বলি, নফসের মধ্যে দুটি ক্ষমতা আছে :

১. কর্মক্ষমতা বা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি।
২. বারণক্ষমতা বা কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার শক্তি।

সবরের মর্ম কথা হলো, কল্যাণের কাজে কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করা আর অকল্যাণ থেকে বাঁচতে বারণ-ক্ষমতা ব্যবহার করা।

কিছু লোকের পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও কল্যাণের ওপর অটল থাকার ধৈর্য পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ধৈর্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। তারা ইবাদতের কষ্টে তো সবর করে, কিন্তু গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সবর করতে ব্যর্থ হয়।

কিছু লোক এমন আছে, যাদের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ধৈর্য পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হওয়ার ধৈর্যের চেয়ে শক্তিশালী।

আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা না ইবাদতের কষ্টে সবর করতে পারে, না গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কষ্টে।

যে উভয় প্রকারের সবার করতে পারে, সে সবচেয়ে উত্তম। অনেক লোক এমন আছে, যারা শীতে-গরমে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে, রোজার কষ্ট সহ্য করে; কিন্তু কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে না। আবার অনেক লোক আছে, যারা কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকে, হারামের দিকে ভ্রক্ষেপও করে না; কিন্তু ইবাদতের কষ্টে সবার করতে পারে না। ফলে সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদির মতো ফরজ ইবাদতও ছেড়ে দেয়; বরং এর চেয়ে সহজ আমলও করতে চায় না।

বেশির ভাগ মানুষের চরিত্রে সবারের প্রকারদ্বয়ের একটিও থাকে না। উভয় প্রকারের সবার আছে এমন লোকের সংখ্যা হাতেগোনা।

অনেক আলেম সবারের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : প্রবৃত্তি ও স্বভাবের চাহিদার ওপর দ্বীন ও বিবেকের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম সবার।

একটু খুলে বললে, মানুষের প্রবৃত্তি চায় মনমতো চলতে আর দ্বীন ও আকল সেটা হতে দেবে না। ফলে উভয়ের মধ্যে বেঁধে যায় লড়াই। বান্দার হৃদয় হলো এই লড়াইয়ের ময়দান। আর ধৈর্য হলো সাহস ও অবিচলতা।



তৃতীয় অধ্যায়

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবারের নামান্তর

কুপ্রবৃত্তির ডাকে সাড়া না দেওয়াই হলো সবার। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবারের রয়েছে বিভিন্ন রূপ। এই রূপান্তরের ফলে এর নামের মধ্যেও এসেছে বৈচিত্র্য। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর দিকে সম্বন্ধিত হয়ে এটি ধারণ করে বিভিন্ন নাম।

- হারাম পছায় জৈবিক চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকার যে সবার, তাকে বলা হয়, الْعِفَّةُ বা সংযম। একে সতিত্বও বলে। এর বিপরীত হলো, الرَّثَا، الْفُجُورُ، الْعُهُرُ বা জিনা, ব্যভিচার, নষ্টামি ইত্যাদি।
- পেটপূজা ও হারাম বস্তু ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা এবং পরিমিত আহার গ্রহণের যে সবার তাকে বলা হয়, شَرَفُ نَفْسٍ وَشِبَعُ نَفْسٍ বা পবিত্রতা ও পরিতৃপ্ততা। এর বিপরীত হলো, شَرِّهَا وَدَنَاءَةٌ وَوَضَاعَةٌ نَفْسٍ নীচুতা, ইতরামি ও নিকৃষ্টতা।
- অশ্লীল, অসংলগ্ন ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার যে সবার, তাকে বলা হয়, كِتْمَانُ سِرٍّ বা গোপনীয়তা রক্ষা। এর বিপরীত হলো, إِفْشَاءٌ، إِذَاعَةٌ قَدْفٌ، كَذِبٌ، سَبٌّ، فَحْشَاءٌ، نُهْمَةٌ، নিন্দা, অশ্লীলতা, গালি, অপবাদ ইত্যাদি।
- অধিক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকার সবারকে বলা হয়، حِرْصٌ বা দুনিয়াবিমুখতা। এর বিপরীত হলো، حِرْصٌ বা লোভ।

- সাধারণভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ওপর তুষ্টি থাকার সবরকে বলা হয়, قَنَاعَةٌ বা পরিতুষ্টি। তার বিপরীত হলো, الحِرْصُ বা লালসা।
- ক্রোধ দমন করার সবরকে বলা হয়, جَمٌّ বা সহিষ্ণুতা। এর বিপরীত শব্দ হলো, تَسَعٌ বা অসহিষ্ণুতা।
- তাড়াছড়া থেকে বিরত থাকার সবরকে বলা হয়, وَقَارٌ, ثَبَاتٌ বা স্থিরতা ও অবিচলতা। এর বিপরীত হলো, طَيْشٌ, خَفَّةٌ বা অস্থিরতা ও দ্রুতপরায়ণতা।
- যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার যে সবর, তাকে বলা হয়, شُجَاعَةٌ বা বীরত্ব। এর বিপরীত হলো, جُبْنٌ وَخَوْرٌ বা ভীর্ণতা।
- প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সবরকে বলা হয়, صَفْحٌ وَعَفْوٌ বা দয়া ও ক্ষমা। এর বিপরীত হলো, عَقُوبَةٌ وَانْتِقَامٌ বা বদলা ও প্রতিশোধ।
- কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, جُودٌ বা দানশীলতা। এর বিপরীত হলো, جُبْنٌ বা কার্পণ্য।
- নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, صَوْمٌ বা রোজা।
- আলস্য ও কুঁড়েমি থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, كَيْسٌ বা বিচক্ষণতা।
- মানুষকে বিপদ ও কষ্টে ফেলা থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, مُرُوءَةٌ বা মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব।

অতএব, প্রতিটি নেককাজ সম্পাদন ও বদকাজ বর্জনে সম্বন্ধিত বস্তুর বিচারে সবরের স্বতন্ত্র নাম রয়েছে; তবে তার ব্যাপক নাম হলো সবর। এতে আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, দ্বীনের প্রত্যেকটি বিষয় সবরের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে দুই সদৃশ বস্তুর মাঝে সমতা রক্ষা করাকে বলা হয়, الْعَدْلُ বা ন্যায্য। তার বিপরীত হলো, الظُّلْمُ বা অন্যায্য। সন্তুষ্টচিত্তে স্বেচ্ছায় মানুষের প্রতি আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দায়িত্ব আদায় করাকে বলা হয়, السَّمَاخَةُ বা উদারতা ও মহানুভবতা। অনুরূপভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটি স্তরেরই নাম রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

الصَّبْرُ، التَّصَبُّرُ، الإِصْطِبَارُ، الْمُصَابِرَةُ

শব্দগুলোর পারস্পারিক পার্থক্য

এই নামসমূহের মধ্যে মূলত পার্থক্য তৈরি হয়েছে বান্দার ব্যক্তিগত অবস্থা এবং অন্যের সাথে তার অবস্থান ইত্যাদির বিচারে।

- অসংলগ্ন ও অশোভন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার বিষয়টি যদি বান্দার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় এবং তার চরিত্রের অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তবে একে বলা হবে, الصَّبْرُ
- অসংলগ্ন ও অশোভন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার ব্যাপারটি যদি লোক-দেখানো হয় অথবা সে এতে অভ্যস্ত হওয়ার অনুশীলন করছে এরূপ হয় কিংবা কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে হয়, তাকে বলা হবে, التَّصَبُّرُ; যেমনটি শব্দের ওজন থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনো ক্রিয়া কৃত্রিমভাবে সম্পন্ন করা বা কাজের ভান করা বোঝানোর জন্য এই ওজনটি ব্যবহৃত হয়। যেমন : التَّحَلُّمُ، التَّشْجُعُ، الشُّكْرُ، التَّحَمُّلُ ইত্যাদি।

বান্দা যখন সবরের ভান করে এবং ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করে, তখন ধীরে ধীরে তার স্বভাবে পরিণত হয়। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ، يُصْبِرْهُ اللهُ

‘যে ব্যক্তি সবরের ভান করে, আল্লাহ তাকে প্রকৃত সবর দান করেন।’^{৪০}

তেমনিভাবে বান্দা যখন পবিত্র ও নিষ্কলুষ হওয়ার ভান করে এবং সংযমে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তখন ধীরে ধীরে এটি তার স্বভাবে পরিণত হয়। অন্যান্য চারিত্রিক গুণের ব্যাপারেও একই কথা।

চেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব কি অসম্ভব—এ প্রশ্নে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

আলেমদের একদল বলেন :

মানুষের চরিত্র তার বাহ্যিক গঠনের মতো। শরীরের গঠনে যেমন পরিবর্তন করা যায় না, তেমনিভাবে চরিত্রও অর্জন করা যায় না। চরিত্রবান হওয়ার অনুশীলন করলেও সফল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তাদের কথা হলো, আল্লাহ তায়াল্লা সৃষ্টিকুলের গঠন, চরিত্র, রিজিক, মৃত্যু ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

আলেমদের অপর দলের রায় হলো :

চরিত্র অর্জন করা সম্ভব; যেভাবে মানুষ প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, উদারতা ও সাহসিকতা অর্জন করে। আমাদের চারপাশে এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

তারা বলেন, চর্চা ও অনুশীলন দক্ষতা সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ কোনো কাজ বারবার চর্চা করলে, নিয়মিত অনুশীলন করলে এবং অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে সেটা মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি ও চরিত্রের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের কথা হলো, বারংবার চর্চা মানুষের মেজাজ বদলে দেয়। মানুষ যখন সবরের ভান করতে থাকে, সবর তার স্বভাবে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সহনশীলতা, স্থিরতা ও অবিচলতার মতো গুণগুলোও ধারাবাহিক চেষ্টা ও মেহনতের ফলে মানুষের প্রকৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

৪০. সহিহ বুখারি : ১৪৬৯

তারা আরও বলেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শিখন, গ্রহণ এবং দক্ষতা অর্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাই স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনা অসম্ভব কিছু নয়। তবে স্বভাবের এই পরিবর্তন যদি পাকাপোক্তভাবে না হয় তাহলে সে সামান্য কারণেই তার মূল স্বভাবের দিকে ফিরে যাবে। কখনো এই পরিবর্তন বেশ পাকাপোক্তভাবে সম্পন্ন হয় এবং অর্জিত চরিত্র মিশে যায় তার প্রকৃতিতে, গেঁথে যায় তার স্বভাবে। তবে একথা সত্য যে, মানুষের প্রকৃতি কখনো আমূল বদলে যায় না। শক্তিশালী কোনো কারণ বা প্রবল কোনো উদ্দীপনা তাকে আবার মূলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, কখনো পরিবর্তন এমন নিখুঁত, মজবুত ও শক্তিমত্তার সাথে হয়, যা মানুষের প্রকৃতিকে নতুনভাবে চেলে সাজায়। সে যেন নতুনভাবে জন্ম নেয়। পুনরায় সে কখনো পূর্বের স্বভাবে ফিরে যায় না।

- **إِصْطِبَارٌ** তো **تَصَبَّرٌ** এর চেয়েও ব্যাপক; বরং বলা যায়, **تَصَبَّرٌ** এর পরবর্তী পর্যায়ে হলো **إِصْطِبَارٌ**। কেননা, **إِصْطِبَارٌ** মানে সবার অর্জন করা, রচনা করা, সৃষ্টি করা। সুতরাং **تَصَبَّرٌ** বা ধৈর্যানুশীলন হলো **إِصْطِبَارٌ** এর মাধ্যম। বারবার **تَصَبَّرٌ** এর অনুশীলনের ফলে **إِصْطِبَارٌ** অর্জিত হয়।
- **الْمُصَابِرَةُ** মানে সবারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা। এটি ‘বাবে মুফাআলা’-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এই ‘বাব’-এর বৈশিষ্ট্য হলো, ক্রিয়া সম্পাদনে দুজন বা দুদলের অংশগ্রহণ। যেমন : **الْمُسَاتَمَةُ**، **الْمُضَارَبَةُ** ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকো।’^{৪১}

৪১. সুরা আলে ইমরান : ২০০

আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের প্রথমে সবরের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি হলো, নিজেকে হারাম থেকে বিরত রাখা। এরপর দিয়েছেন **الْمُصَابِرَةُ** এর নির্দেশ। আর **الْمُصَابِرَةُ** হলো শত্রুর বিরুদ্ধে **تَصَبَّرُ** করা বা ধৈর্যমানুশীলন করা। তারপর দিয়েছেন **الْمُرَابِطَةُ** এর নির্দেশ। আর **الْمُرَابِطَةُ** হলো **تَصَبَّرُ** ও **مُصَابِرَةُ** এর ওপর অবিচল থাকা।

বান্দা কখনো সবর করে; কিন্তু শত্রুর মোকাবেলায় **مُصَابِرَةُ** ও **مُرَابِطَةُ** করে না। অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে দৃঢ় ও অবিচল থাকে না। আবার কখনো **صَبْرٌ**, **مُصَابِرَةُ**, **مُرَابِطَةُ** সবর করে, কিন্তু এতে ইখলাস ও তাকওয়া থাকে না। অথচ কামিয়াবি নির্ভর করে তাকওয়ার ওপর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

‘তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।’^{৪২}

مُرَابِطَةُ মানে যেমন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় সীমান্তে পাহারা দেওয়া, তেমনি নফস ও শয়তানের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্তরের সীমান্তেও পাহারা বসাতে হবে। যাতে শয়তান অন্তর-রাজ্য দখল করে না বসে।



৪২. সূরা বাকারা : ১৮৯